গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিজিএমইএ-এর সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ	ঃ ০৭.০৮.২০০৪
স্থান	ঃ সম্মেলন কক্ষ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সময়	ঃ বিকেল ৩.০০ টা।
সভাপতি	ঃ জনাব আলী আহমদ, সদস্য (শুল্ক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
উপস্থিতি	ঃ পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্ত সমূহনিম্নরূপ ঃ

(১) **লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন ও ৩টি লিয়েন ব্যাংক অনুমোদন** ঃ

বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ সভায় আলোকপাত করেন যে, পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম একটি ব্যাংকের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে তারা রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনায় অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। প্রতিটি ব্যাংকে ঋণের সীমা নির্ধারিত থাকায় সেই সীমা অতিক্রান্ত হলে ঋণপত্র খুলতে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে বলে তারা উল্লেখ করেন। বিভিন্ন ব্যাংক বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে বিধায় এক ব্যাংকে প্রতিষ্ঠানকে সীমাবদ্ধ রাখলে প্রতিষ্ঠানটি নানাবিধ সুবিধা হতে বঞ্চিত হবে মর্মে তারা মন্তব্য করেন। একাধিক লিয়েন ব্যাংক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনাপত্তি না পাওয়ায় বন্ড কমিশনারেটের অনুমোদন লাভ করা সম্ভব হয় না। তাই তাঁরা বিদ্যমান লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তি ব্যতিরেকে বন্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একাধিক লিয়েন ব্যাংকের অনুমতি দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি মহোদয় এবং সভায় উপস্থিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বন্ড কমিশনারেটের কর্মকর্তাবৃন্দ তিনটি লিয়েন ব্যাংক এর অনুমোদন দেয়া সমীচীন নয় বলে সভায় উল্লেখ করেন। তবে Credit Information Bureau (CIB) এর প্রতিবেদন যাচাই করা শর্তে সর্বোচ্চ দুটি ব্যাংকের অনুমোদন দেয়ার পক্ষে কর্মকর্তাগণ ঐকমত্য পোষন করেন। বিস্তরিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত সবাই একমত হন।

সিদ্ধান্ত ঃ নতুন বন্ড লাইসেন্স গ্রহণকালে অনধিক দুটি লিয়েন ব্যাংকের অনুমোদন দেয়া যাবে। পুরাতন লাইসেন্সের ক্ষেত্রে বিদ্যমান একটি লিয়েন ব্যাংকের সাথে আরেকটি লিয়েন ব্যাংক সংযোজনের অনুমোদন দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে পুরাতন লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণের প্রয়োজন হবে না, তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের Credit Information Bureau (CIB) এর প্রতিবেদন গ্রহণ ও যাচাই করে প্রচলিত নিয়মে নতুন লিয়েন ব্যাংক এই প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করতে পারবে মর্মে শর্ত দেয়া হবে।

(২) **সাব-কন্ট্রাক্টিং ফ্যাক্টরীর বন্ড লাইসেন্স সাসপেন্ড না করা ঃ**

বিজিএমএই এর নেতৃবৃন্দ সভায় অবহিত করেন যে, অনেক পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান যারা সরাসরি রপ্তানিতে নিয়োজিত না থেকে সাব-কন্ট্রাক্টিং এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তাদের বন্ড লাইসেন্স বন্ড কমিশনারেট সাসপেন্ড করছেন। তাঁরা বলেন যে, অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্বল্প পুঁজি ও ন্যূনতম মেশিনারী দ্বারা স্থাপিত। এ সকল প্রতিষ্ঠান বিদেশী ক্রেতার সাথে যোগাযোগের অভাবে সরাসরি ঋণপত্র লাভ করতে পারে না। বিদেশী ক্রেতার সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও অর্ডার সংগ্রহে বেশ সময়ের প্রয়োজন হয় বিধায় গ্র“পের আওতায় কোন কোন প্রতিষ্ঠান গ্র“পের অন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাব-কন্ট্রাক্টিং এর মাধ্যমে রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে বলে দাবী করে নেতৃবৃন্দ সাব-কন্ট্রাক্টিং এর মাধ্যমে কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বন্ড লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল না করার জন্য অনুরোধ করেন। বোর্ড ও বন্ড কমিশনারেটের কর্মকর্তা জানান যে, সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রতিষ্ঠানসমূহ ১০০% রপ্তানির অংগীকারে ইনডেমনিটি বন্ডের মাধ্যমে কোনরূপ শুল্ক-কর পরিশোধ ব্যতিরেকে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানী করে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রথম বছরে উৎপাদিত সমূদয় পণ্য রপ্তানির শর্তে ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করার বিধান রয়েছে। তাই সাব-কন্ট্রাক্টিং এর সুযোগ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করা এবং ভবিষ্যতে বন্ড সুবিধায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বন্ড কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতির বিষয়টি বিবেচনার জন্য কর্মকর্তাগণ সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) রপ্তানীমূখী যে সকল প্রতিষ্ঠান সরাসরি আমদান ও রপ্তানি কার্যক্রম নিয়োজিত নেই, কেবল অন্য রপ্তানমূখী প্রতিষ্ঠানের কাজ সাব-কন্ট্রাক্টের আওতায় সম্পাদন করছে এবং কাজের মূল্য স্থানীয় ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র ব্যতিরেকে দেশীয় মুদ্রায় গ্রহণ করছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স নিম্নবর্ণিত শর্তে নবায়ন করা যাবে-

সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মেশিনপত্র খালাসের সময় দাখিলকৃত ইনডেমনিটি বন্ড প্রযোজ্য শুল্ক-কর পরিশোধ করে অবমুক্ত করতে হবে। ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে আবেদন করা হলে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন করা যাবে।

(২) যে সকল প্রতিষ্ঠানের সরাসরি আমদানি বা রপ্তানি কার্যক্রম নেই কিন্তু, স্থানীয় ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় সাব-কন্ট্রাক্ট কাজের মূল্য গ্রহণ করে থাকে তাঁদের উক্ত কার্যক্রম প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলে গণ্য হবে। মেশিনপত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপনের পর প্রথম বছরে সম্পাদিত সমূদয় কাজের মূল্য স্থানীয় ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ করা হলে সে সকল প্রতিষ্ঠানের ইনডেমনিটি বন্ড প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমূখী শিল্পের ইনডেমনিটি বন্ডের ন্যায় অবমুক্ত করা যাবে। ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করা হলে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন করা যাবে।

(৩) উপর্যুক্তরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কখনো সরাসরি পণ্য আমদানি করার আবশ্যকতা দেখা দিলে কমিশনার, কাস্টমস বন্ডের পূর্নানুমোদন নেয়ার প্রয়োজন হবে। সাব-কন্ট্রাক্টের যে সকর প্রতিষ্ঠানের কাজ করে থাকে সে সকল প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্সে কমিশনার (কাস্টমস বন্ড) এ শর্তটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিবেন।

(৩) **প্রত্যয়ণপত্র জারী প্রসংগে ঃ**

বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ সভায় উল্লেখ করেন যে, শুল্ক ষ্টেশনসমূহে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য পাশ বইয়ে সময়মত এন্ট্রি না হওয়ার কারণে অডিট নিস্পত্তিতে সময় লেগে যায়। সে কারণে চালু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জেনারেল বন্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে পড়লে তিনমাস মেয়াদী জেনারেল বন্ড এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনে আরও তিনমাসের জন্য জেনারেল বন্ড জারি করার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, বন্ডারের মনোনীত সি এন্ড এফ এজেন্টগণ সময়মত পাশ বই উপস্থাপন করলে এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হলে পাশ বই এন্ট্রিতে দীর্ঘ সময় লাগার কথা নয়। বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রত্যয়ণপত্র জারীর ক্ষেত্রে ২১ দিন সময় বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ নিরীক্ষা অনিস্পন্ন থাকার কারণে জেনারেল বন্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর প্রথমে তিনমাস মেয়াদী সাময়িক জেনারেল বন্ড জারী করা হবে। **উক্ত সময়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কারণে নিরীক্ষা সম্পন্ন না হলে আরও ২১(একুশ) দিনের জন্য সাময়িক জেনারেল বন্ড দেয়া হবে**। পাশ বইয়ে সময়মত এন্ট্রির বিষয়টি নিশ্চিতকরণকল্পে চট্টগ্রাম শুল্ক কর্তৃপক্ষ, সি এন্ড এফ এজেন্ট ও কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের এর সাথে সদস্য (শুল্ক) মহোদয় একটি সভা করবেন।

(৪) **এক্সেসরিজের অডিটে এক্সেসরিজ এর ১৫% ওয়েস্টেজের সংস্থান রাখা এবং সুনির্দিষ্ট প্যাকিং ইন্সট্রাকশন ও ক্রেতার আদেশ অনুযায়ী অতিরিক্ত পলিব্যাগ ও কার্টন অনুমোদন করা** ঃ

বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বিভিন্ন সময় ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক কার্টনের সাইজ পরিবর্তন করতে হয়, প্যাকিং এর সময় কার্টন ও পলিব্যাগ নষ্ট হয়, বাইয়িং হাউস বা ক্রেতার প্রতিনিধি কর্তৃক ইন্সপেকশনের সময় প্যাকিং করা কার্টন খুলে ফেলার কারণে নষ্ট হয় এবং অনেক সময় ক্রেতা পুনরায় চেক করার আদেশ দেন সেক্ষেত্রে প্রচুর এক্সেসরিজ Wastage হয়। তাই তাঁরা অডিটে এক্সেসরিজের ১৫% ওয়েস্টেজ অনুমোদন করার জন্য অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে তদন্ত সাপেক্ষে Wastage নির্ধারণ করা যায় মর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ এক্সেসরিজের ক্ষেত্রে wastage এর পরিমাণ নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠণ করা হলো ঃ

(ক) অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (আহবায়ক)।
(খ) যুগ্ম-কমিশনার-১, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।